যুগান্তর

তারিখ ... 25 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

জাবি ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছে না ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী

শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে

জাবি প্রতিনিধি

মহাজোট সরকারের ১৮ মাস কেটে গেলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী হলে অবস্থান করতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এসব ছাত্রদল নেতাকর্মীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এদিকে যেসব ছাত্রদল নেতাকর্মী ক্লাস করতে বা পরীক্ষা দিতে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছে তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। জানা গেছে, ২০০৮ সালের ৪ জুলাই জাবি ছাত্রদলের ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বহাল তবিয়তে নিজেদের মদদপুষ্ট ছাত্রলীগ নেতাদের সমন্বয়ে ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের রাজনীতি নিশ্চিত করে ছাত্রলীগের মূলধারাকে ক্যাম্পাস থেকে নির্যাতনের মাধ্যমে বের করে দেয় ছাত্রদল। তবে সরকার পরিবর্তনের ১৮ মাস কেটে গেলেও ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এসব নেতাকর্মী আজও ক্যাম্পাসে ফিরে আসতে পারেননি। এরই মধ্যে যারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিতে চেষ্টা করেছে তাদের হতে হয়েছে হামলার শিকার। ২০০৯ সালের ৪ নভেম্বর ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৩৫তম ব্যাচের ছাত্র ও ছাত্রদল নেতা আলামিন। এরপর ২০১০ সালের ১ জুন অর্থনীতি বিভাগের ৩৪তম ব্যাচের ছাত্র ও ছাত্রদল নেতা আবদুল্লাহ ইমতিয়াজ ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন। এসব ঘটনায় তদন্ত কমিটি হলেও আজও কোন ফলাফল প্রকাশিত হয়নি বলে দাবি করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এছাড়াও কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে হলে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের টাকা দিতে হয়— এমন অভিযোগও রয়েছে। তবে দীর্ঘ দুই বছর আগে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জোহা পারভেজ বর্তমানে দেশের বাইরে। সম্প্রতি যুগ্ম আহ্বায়ক গালিব ইমতিয়াজ নাহিদের র‌্যাবের হাতে অস্ত্রসহ আটক হওয়ার ঘটনা ছাত্রদল জাবি শাখার ভাবমূর্তিতে চরম আঘাত করে বলে দাবি করেন ছাত্রদলের নেতারা। এছাড়াও অপর যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউর রহমান, হাবিবুর রহমান, রাফিউল আমিন মিঠুন ও সদস্য এহসানুল হক আতিফের ছাত্রত্ব নেই। একমাত্র ছাত্রত্ব আছে যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেনের। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হতে পারছেন না তিনি— এমন দাবি ছাত্রদলের জুনিয়র নেতাকর্মীদের। তবে ভবিষ্যতে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাবি ছাত্রদলের নতুন কমিটির প্রয়োজন অনুভব করছে সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা। দলের একাধিক নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রত্ব আছে, ত্যাগী এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কোন নেতাকে নির্বাচিত করা হলে সাংগঠনিক কাজ করা সহজ হবে নেতাকর্মীদের পক্ষে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রলীগ নেতা বলেন, আমাদের কথা শোনে এমন ছাত্রদল নেতারাই ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের রাজনীতি করবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক দফতর সম্পাদক ও বর্তমানে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-দফতর সম্পাদক জিয়াউর রহমান বলেন, কেন্দ্রের নির্দেশে দ্রুত সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর প্রস্তুতি চলছে। শিগগিরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর আলম সাম্য বলেন, ছাত্রদলের যাদের ছাত্রত্ব নেই তারাই ক্যাম্পাসের বাইরে আছে। তবে আল-বেরুনি হলের ছাত্রদল নেতা ফিরোজ, সজিব; শহীদ সালাম বরকত হলের আলামিন, অপূর্ব, ওভ, বাশার, মিঠু; আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের উজান, ফাহিম, লিমন, তরু, রিজভি; মওলানা ভাসানী হলের জাবি ছাত্রদলের দুই যুগ্ম আহ্বায়ক গালিব ইমতিয়াজ নাহিদ ও হাবিবুর রহমান, ইমতিয়াজ, রাহাত, সাইফুল, নাদিম, সোহান; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শাহাদাত, মামুন, লিটন; মীর মশাররফ হোসেন হলের জাবি ছাত্রদলের দুই যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন ও রাফিউল আমিন মিঠুনসহ প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রদল নেতাকর্মী ক্যাম্পাসের বাইরে আছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে জাবির সাবেক ভিসি ও বিএনপিপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক ড. খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান বলেন, আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি, তবে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মনে হয় প্রশাসনের কথা শোনে না। তাছাড়া সবাইকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মোঃ আরজু মিয়া বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ও দলমত নির্বিশেষে সব ছাত্রকে সহযোগিতা করে আসছি। তবে আগের ভুলের কারণে কেউ কেউ হলে অবস্থান করছে না। হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাদের নিজেদেরই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।